Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 607 - 618
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 607 - 618
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

শিশুকিশোর সাহিত্যচর্চায় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মুস্তাক আহমেদ মোল্লা
এম ফিল গবেষক
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাক্তনী)
Email ID: mustakahomed2610@gmail.com
0009-0005-0836-3652

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Manilal Gangopadhyay, Bengali children's literature, Abanindranath influence, Morden literature, Supernatural stories, Ghost story, Moral lessons.

Abstract
Manilal Gangopadhyay made a distinctive contribution to Bengali children's literature through his simple narrative style, romantic imagination, and creative blending of folklore, supernatural elements, and moral teaching. His literary career began with the Bharati magazine in 1908–09, influenced by his close association with Abanindranath Tagore, whose style and imagination left a visible mark on his work. However, in contrast to Abanindranath's elevated artistic tone, Manilal's stories were marked by lightness, clarity, and an ease that made them especially attractive to younger readers. Among his most celebrated works is Japanese Fanus (1909), a collection of ten folktale-inspired stories rooted in the life of rural Bengal, childhood ideals, and animal fables, all tinged with fantasy and the supernatural. Stories like Urashima, The Woodcutter, and The Fox not only entertain but also implant moral lessons—showing the dangers of greed, the value of honesty, and the triumph of wit. Unlike Abanindranath, whose writings often avoided overt morality, Manilal emphasized didactic elements, making his tales valuable for shaping young readers' ethical sense. His later collections such as Bharatiya Bidushi (1910), Jolchhobi (1918), and above all Kayahiner Kahini (1945) display a rich variety— ranging from historical portraits of learned Indian women to adaptations of foreign tales and original ghost stories. Kayahiner Kahini in particular highlights his mastery of supernatural narration.

Although spooky, the stories avoid cruelty, keeping them appropriate for children while still engaging their imagination with mystery and fear. Works like The Skeletons' Wedding or The Talking Ghost's Request exemplify his blending of humerus, wonder, and eeriness. Manilal's literature may broadly be classified into three phases: in the beginning, influenced heavily by Rabindranath and Abanindranath Tagore; in the middle, moving towards original creations rich with romantic fantasy and ghostly imagination; and finally, in his later career, turning toward more socially aware stories exploring religion, tradition, love, and human character in simple prose. His writing remained accessible, colourful, and deeply engaging for children, with special focus on moral values, empathy, and imaginative freedom.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 607 - 618
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Thus, Manilal Gangopadhyay occupies a unique place in early 20th-century Bengali children's literature. Through works like Japanese Fanus, Jolchhobi, and Kayahiner Kahini, he enriched the field with tales that united folklore, fantasy, supernatural themes, and ethical instruction. His contributions shaped the imaginative and moral world of Bengali children, making his works an invaluable treasure within the broader heritage of Indian child literature.

Discussion

শিশুসাহিত্য রচনায় মণিলালের স্বাভাবিক নিপুণতা ছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনারীতি এবং ভাবুকতা দুই তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। পারিবারিক সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সূত্রে ধরে মণিলালের *ভারতী* পত্রিকায় ১৩১৫ সালে প্রথম লেখক জীবন শুরু হয়। *ভারতী* পত্রিকার শেষের দিকে আট নয় বছর (১৩২২-২৯) মণিলাল পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন।[১] একদল তরুণ ও উজ্জ্বল লেখক এইসময় *ভারতী* পত্রিকা নিয়মিত লেখা ও সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। মণিলালের গল্পে গল্পরস যতটা বাস্তব তার অপেক্ষা বেশি রোমান্টিক কল্পনার রঙ। মনিলাল সাহিত্যকর্ম শুরু করার আগে মিডিয়াম, প্ল্যানচেট ইত্যাদি প্রেততাত্ত্বিক ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন।[২] আর সে কারণেই তার সাহিত্যে ভূতের আনাগোনা বেশি।

মনিলালের শিশুসাহিত্য রচনার প্রতি ঝোঁক কিছুটা পারিবারিক সূত্রেই। পরিণত বয়সে এসে তাঁর সাহিত্য লেখা শুরু হয়েছে। তাঁর কাহিনিগুলিতে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ্যণীয়। মণিলাল নিজ দায়িত্বে পত্রিকা সামলেছেন। সেকারণেই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর লেখা শৌখিন ও সুন্দর। মণিলালের কাহিনির প্রবাহমানতা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর লেখার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের ছাপ রয়েছে। মণিলালের অধিকাংশ লেখা মৌলিক লেখা।*ভাগ্যচক্র* (১৯১১) ওলন্দাজ ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন। এছাড়া আরও কয়েকটি গল্প বিদেশী গল্প অবলম্বনে লিখেছেন।

মণিলালের রচনাগুলির সাথে শিশুপাঠক খুব সহজেই কল্পনার রঙে ভেসে যেতে পারে। কাহিনিগুলি খুব সহজ-সরল ও আকর্ষণীয়। তাঁর অধিকাংশ লেখা ছোটগল্প। *জাপানি ফানুস* (১৯০৯)-এর গল্পগুলি গ্রামবাংলার চরিত্রগুলির সাথে রূপকথার বর্ণনা মিশে এক অন্যরকম মাত্রা পেয়েছে। মণিলাল *কায়াহীনের কাহিনি* (১৩৫২ বঙ্গাব্দ)-তে কখনও রূপকথা আবার কখনও অতিপ্রাকৃত কাহিনি মিশিয়ে এক অন্যরকম গল্পরস সৃষ্টি করেছেন। *ভারতীয় বিদুষী* (১৯১০)-তে প্রাচীন ইতিহাসের সাথে খুব সহজেই শিশুপাঠকের পরিচয় করিয়েছেন। মণিলালের প্রথম দিকের লেখার ভঙ্গী ও উপস্থাপনের কৌশলে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মণিলালের লেখায় অবনীন্দ্র প্রভাব আছে একথা সত্য কিন্তু মণিলাল বাংলারপ্রকৃতি, অতিপ্রাকৃতের বর্ণনাতে স্বতন্ত্রতা ভীষণভাবে স্পষ্ট।

মণিলালের প্রথমদিকের লেখাগুলির মধ্যে জনপ্রিয় শিশুসাহিত্য *জাপানি ফানুস*। এই *জাপানি ফানুস* গ্রন্থের সমস্ত গল্পগুলি মূলত প্রকৃতি, পশুপাখি ও গ্রাম-বাংলার সহজ সরল জীবনের শৈশবের কাহিনি। এই কাহিনির সাথে আছে রূপকথা ও অতিপ্রাকৃতের মিশ্রণ। অবনীন্দ্রনাথের গল্পের কাহিনির মতো এই গল্পে ছবিও আছে। *জাপানি ফানুস*-এ মোট দশটি গল্প আছে। দশটি গল্প বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনের কাহিনি তুলে ধরেছেন। গল্পগুলি একেবারেই সহজ ভাষায় লেখা। আর সেই কারনেই শিশুপাঠকের কাছে সহজেই গল্প জনপ্রিয় হয়েছে।

জাপানি ফানুস-এর প্রথম গল্পটি হল *উরশিমার গল্প*। জেলে সম্প্রদায়ের ছেলের কাহিনি। এই কাহিনিতে মণিলাল রূপকথার সাথে উরশিমার জীবনের করুণ কাহিনি মিশিয়েছেন। কাহিনির কিছু অংশে বর্ণনার ক্ষেত্রে শকুন্তলার প্রভাব লক্ষ করা যায়। মণিলাল এই গল্পে রাজবাড়ির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন —

> "উরশিমা চেয়ে দেখে, সে বড় মজার জায়গা। সেখানকার যে রাজবাড়ি তার প্রাচীর ইট-চুন-সুরকির নয়, রগরগে প্রবাল দিয়ে তৈরি। সেখানকার গাছের পাতা ঝকঝকে হীরের। গাছের ফল ধবধবে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 607 - 618
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মুক্তোর। মাছের ডানা চকচকে রূপোর। হাঙরের ল্যাজ টকটকে সোনার। পৃথিবীর মধ্যে যত ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে, সব যেন একসঙ্গে মিলে সেই রাজপুরীটা গড়ে তুলেছে।"[৩]

অবনীন্দ্রনাথ শকুন্তলায় রাজার বর্ণনায় লিখছেন—

> "সে কালের এত বড়ো রাজা কেউ ছিল না। তিনি পুব-দেশের রাজা, পশ্চিম দেশের রাজা, উত্তর দেশের রাজা, দক্ষিণ দেশের রাজা, সব রাজার রাজা ছিলেন। সাত সমুদ্র-তের নদী সব তাঁর রাজ্য। পৃথিবীর এক রাজা-রাজা দুষ্মন্ত। তাঁর কত সৈন্য সামন্ত ছিল, হাতিশালে কত হাতি ছিল, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া ছিল, গাড়িখানায় কত সোনা রূপোর রথ ছিল, রাজমহলে কত দাস-দাসী ছিল; দেশ জুড়ে তাঁর কত সুনাম ছিল, ক্রোশ জুড়ে সোনার রাজপুরী ছিল, আর ব্রাহ্মণকুমার মাধব্য সেই রাজার প্রিয় সখা ছিল।"[৪]

দুজনেই একইরকম ভাবে রাজার পরিচয় ও রাজবাড়ির ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দুটি বর্ণনা পাশাপাশি রাখলে লক্ষ করা যায় একজন রাজার শক্তি ও সম্পদের কথা বলেছেন। আর একজন প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে রাজার ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছেন। *উরশিমার* গল্পে জেলের ছেলের চরিত্র এবং পারিবারের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এখানের গল্পে রূপকথার কাহিনি সাথে উরশিমার করুণ কাহিনি মিশিয়েছেন। শিশুমনের মানবিক দিকটি মণিলাল লক্ষ রেখে গল্প লেখেন তা এখানেই স্পষ্ট। *জাপানি ফানুস*-এর দ্বিতীয় গল্পটি কাঠুরের গল্প। এক কাঠুরের গালে মস্ত আব নিয়ে গল্প। গল্পে বৃষ্টি রাতে জঙ্গলের মধ্যে কাঠুরে আটকে পড়েছে। তারপর দৈত্যদের কাণ্ড-কারখানা কাঠুরে সামনে থেকে দেখেছেন। মণিলাল এখানে দৈত্যদের বর্ণনাতে ভয়ঙ্কর ছবি খুব সহজ সহজ ভাবে উপস্থাপন করেছেন যা গল্পটিকে আরও আকর্ষণীয় করছে। মণিলাল লিখছেন—

> "সামনেই সেই দল। কিন্তু তারা ঠিক মানুষের মতো নয়। তাদের চেহারা অদ্ভুত। কারো মোটে একটা চোখ, কারো হাত আছে পা নেই। কারো শুধু মুণ্ডুটা আছে ধড়টা নেই। কারো মুখটাই একেবারে নেই। তারা কেউ সাদা, কেউ নীল, কেউ হলদে, কেউ বেগুনে, কেউ লাল, কেউ কালো, কেউ অন্য রঙের রঙবেরঙ পোশাক পরা।"[৫]

এই গল্পে কাঠুরের গালে আব এবং সেই আব দৈত্যরা তুলে নিয়ে নাচানাচি, আনন্দ করছে। গ্রামে গিয়ে সবাইকে তাদের আচার-আচরণের কাহিনি বলল। সেই কাহিনি শুনে এই গ্রামের একজন যার গালে আব ছিল, সে গেল আব তুলতে কিন্তু হল ঠিক অন্যরকম কাঠুরের গালের আবটি তাঁর আর এক গালে বসিয়ে দিল। লোভ এর ফল ভোগ করতে হল তাকে। একথা ঠিক অবনীন্দ্রনাথ গল্পে নীতিশিক্ষা খুব একটা দেখতে পায় না। তবে মণিলালের গল্পে নীতিশিক্ষার কথা লক্ষ করা যায়। গল্প অলৌকিক হলেও এখানে কাঠুরের সহজ সরল আচরন দিয়ে বাস্তবের কাহিনির রূপ দিয়েছেন মণিলাল।

'ঝিনুকপুরের গল্প' আরও আকর্ষণীয়। ঝলকুমার ও ঝিলিককুমার দুই রাজপুত্র জীবন বিভিন্ন ঘটনা কে কেন্দ্র করে গল্পটি লেখা। একজন মাছ ধরতে পটু আর একজন শিকারিতে ওস্তাদ। রাজা-রানি ঝিলিককুমারকে বেশি ভালোবাসে আর সে জন্যই ঝলককুমার তার ভাইয়ের উপরে বেশি রেগে যেত। মুক্তা কন্যাকে বিয়ে নিয়ে দুজনেই মধ্যে ঝগড়া বিবাদ। কোনো গ্রাম বাংলার ঘটনাকে তুলে এনে গল্প লিখেছেন মণিলাল। গল্পের শেষে আমরা দেখি, ঝলককুমারকে জোয়ারের জলে মৃত্যুর মুখ থেকে তার ভাই বাঁচিয়েছেন। আসলে যে চরিত্র হিংসা, ঝগড়া বিবাদ করে তাঁর পরিনতি যে ভালো হয়না তা মণিলাল তাঁর শিশু পাঠককে দেখিয়েছেন। তবে তিনি অতি সহজেই রূপকথার ঘটনাকে শিশুর পরিচিত জগতের সাথে মেশাতে পারেন। তবে শিশুদের সাহিত্য হওয়ার জন্য মণিলাল এর গল্প গুলিতে যন্ত্রণার ভয়ঙ্কর রূপ দেখাননি তিনি। মণিলাল লিখছেন—

> "ওমা চেয়ে দেখি না, কুয়োর পাশে মুক্তোলতার গাছ, তার উপর বসে এক রাজকুমার। মানুষের মত ধরন, বিদ্যুতের প্রায় বরণ, মেঘের মতো কেশ, মণনি-মুক্তার বেশ- হিরের মত দাঁত, চুনির মত ঠোঁট, ঝিনুকের মত নখ!"[৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 607 - 618
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আয়নার কাণ্ড গল্প তে কিয়োটো শহর থেকে কেনা এক আয়নার গল্প। আয়নাতে নিজের ছবি না দেখে অন্য কাউকে দেখা যায়। সেই অন্য কেউ হয় নিজের পরিচিত কেউ বা মনের কল্পনায় আঁকা অপরিচিত কেউ। গল্পে ভূত নেই তবে ভূতের ছায়া যেন গল্পের সমস্ত দিকে কোন অলৌকিক শক্তি বিরাজমান হয়ে আছে। আয়নাতে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ছবি দেখে এবং তাদের মনে আলাদা প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। আয়নাতে নিজেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাবে দেখা যায়। মনণিলাল কোন রকম ভূত-প্রেতের চরিত্র না দিয়েও গল্পটিকে অন্যরকম অদ্ভুতরস সৃষ্টি করেছেন। গল্পটিকে মণিলালের সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

কুড়ানো মেয়ে গল্পে একটি গরিব ঘরের মেয়ের ঘটনা। জীবনের সাথে লড়াই করে টিকে আছে। বাবা-মা মারা যাওয়ার পরে কখনও বনে কাঠ কুড়িয়ে আবার কখনও চাষ করে সে জীবন চালিয়েছে। কিন্তু তার রূপ তার বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মণিলালের কথায়—

> "গরিব ঘরে এমন সুন্দর মেয়ে কেউ কখনো দেখেনি।"[৭]

সে কোটালের থেকে বাঁচতে ধুচিনি দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। মহারাজা যখন তার নিজের বাড়িতে কুড়ানো মেয়েকে রাখলেন তখন তাকে নিয়ে রাজবাড়িতে তার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে যুবরাজের সাথে তার সম্পর্ক হয়। তবে গরিব ঘরের মেয়ে হাওয়ার জন্য মহারাজা ছাড়া কেউ মেনে নিতে পারেনি। তবে গল্পের শেষে যখন তার রূপ দেখে ফেলেন, তখন রানিমা তাকে লক্ষ্মী হিসেবে গ্রহণ করলেন। অবনীন্দ্রনাথের *ক্ষীরের পুতুল*-এর বড়ো রানির দুঃখ এই কুড়নো মেয়ের মধ্যে নেই তবে তার রূপ ও গুনের ছায়া এখানে আছে।

শেয়ালের গল্প মণিলাল এই গল্পটি গ্রাম বাংলার প্রচলিত গল্প কাহিনির সাথে গ্রাম বাংলার প্রচলিত শ্লোক মিশিয়ে গল্পটি তৈরি করেছেন। শেয়ালের চালাকি নিয়ে বাংলা সাহিত্য অসংখ্য গল্প রচনা হয়েছে। বন্দে আলি মিয়ার *শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা* কাহিনি বেশ জনপ্রিয় শিশু পাঠ্য। তবে অন্য প্রচলিত গল্পগুলির সাথে মণিলালের গল্পের বেশ কিছু পার্থক্য আছে। একদিকে শেয়াল ছোটো প্রাণী কিন্তু চালাক, অন্য দিকে কখনো কুমির বা কখনো বাঘের মতো বড়প্রাণী। আর এই গল্পে একদিকে শিয়েল আর দিকে ইঁদুর। এখানে ছোটো ইঁদুর শিয়াল কে বোকা বানিয়ে এবং চাষি কে বাঁচালেন। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক মাঝে মাঝে প্রচলিত শ্লোক থাকায় গল্প আর আকর্ষণীয় হয়েছে। মণিলাল লিখছেন—

> "রোজ রোজ ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
> এইবার ঘুঘু তব বধিব পরান!"[৮]

পাখির গল্প-টি এক বুড়ি ও পাখির গল্প। এই গল্পে বুড়ি পাখিকে খুব যত্ন করতেন এবং পাখিও বুড়িমা কে খুব ভালোবাসতেন। পাশের বাড়ির ধোপানি পাখিকে মেরেছিলেন। সেই দুঃখে মানুষের সংস্পর্শ ত্যাগ করে জঙ্গলে থাকতে শুরু করে বুড়িমার পাখি। পাখি আর বুড়ির কাছে ফিরে আসেনি। বুড়ি পাখির চিন্তায় আর না থাকতে পেরে নিজেই বনে পাখি খুঁজতে চলে যান। বহু খোঁজা-খুঁজির পর বহু কষ্টে পাখিকে ফিরে পাই বুড়িমা। কিন্তু পাখি আর ফিরে আসতে চাইনি। গল্পে পাখি বলেছে—

> "আর না মা! মানুষের দেশে আর যাচ্ছি না। একটা সামান্য কারণে তার রেগে যায়।"[৯]

কিন্তু পাখি বুড়ো-বুড়িকে খুব যত্ন করে। অতিথি ফল ও জল খেতে দেয়। পাখি তার প্রিয় বুড়িমা কে এক বেতের বাক্স ভরা মোহর দেয়। ধোপানির লোভের ফল হিসাবে করুণ পরিস্থিতি দেখতে পায় যায় গল্পে। গল্পটি মণিলালের একটি নীতিশিক্ষা মূলক মৌলিক গল্প।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 607 - 618
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অজগরের গল্প-টিতে প্রকৃতির সুন্দর রূপ উপস্থাপনের সাথে কোথাও আরব্য উপন্যাসের ঢঙে আবার কোথাও গ্রামবাংলার অলৌকিক গল্পের আদলে গল্পকে উপস্থাপন করেছেন। দুই পরীর পৃথিবী দখল নিয়ে এই গল্প। মণিলাল একই সাথে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীর কাল্পনিক জগতকে শিশুমনের কাছে এনে দিয়েছেন। *কুকুরের গল্প*-তে কাঠুরের অতিলোভ এবং তার করুণ পরিণতি লক্ষ্য করি। কাঠুরের শেষ পর্যন্ত দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে।

চাঁদনি গল্পটি জাপানি ফানুস গল্প সংকলনের শেষ গল্প। গল্পে এক ব্রাহ্মণী সাধুর কথা মতো অনেকরকম ব্রত করে পূর্ণিমা রাতে চাঁদনিকে পেয়েছিলেন। চাঁদনির বর্ণনা করতে চাঁদের সাথে তাকে তুলনা করে যে রূপ কথার উল্লেখ করেছেন তা সত্যি অন্যরকম। *শকুন্তলা*-এর কাহিনির বর্ণনা এবং লেখার ধরনের সাথে *চাঁদনি* গল্প-এর লেখার ধরণের সাথে কিছুটা মিল আছে।

এই *জাপানি ফানুস* গল্প সংকলনটি লেখার ভঙ্গী অতিসহজ ভাবে মণিলাল লিখেছেন। লেখার ভাষা অতি সহজ সরল। এই সংকলনটি শিশুদের কাছে শুধু কাহিনি নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গল্পের মধ্যে নীতিশিক্ষা দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের লেখা সহজ সরল হলেও বর্ণনায় কিছুটা শিল্পের গম্ভীর ভাব আছে। মণিলালের ক্ষেত্রে সেই ভাবটুকুও নেই। মণিলাল একেবারেই সহজ করে গল্প লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্য নিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে গল্প লেখার যে পাঠ দিয়েছিলেন। মণিলাল গল্প বলার মতো করে গল্প লেখা তা তিনি বজায় রেখেছেন। জাপানি ফানুস গল্প সংকলনটিতে তিনটি বিষয়ে স্বতন্ত্রতা লক্ষ করার মতো—

ক) কাহিনিগুলিতে অবনীন্দ্রনাথের লেখার প্রভাব আছে। ভাব ও ভঙ্গীমায় মণিলাল আরও সরলতা এনেছেন। নিজস্ব নিপুণতা দিয়ে লেখাকে শৌখিন ও সুন্দর করেছেন।

খ) গল্পগুলিতে নীতিশিক্ষা দেওয়া প্রবণতা ভীষণ ভাবে স্পষ্ট। তিনি গল্পে অপরাধী কে সবসময় শাস্তি দিয়েছেন।

গ) গল্পগুলিতে মণি, মুক্ত, মোহর, সোনা প্রভৃতির খোঁজ তিনি পশু পাখির মাধ্যমে দিয়েছেন। মণিলাল সম্পদের থেকে মানুষের সুন্দর মনকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন।

মণিলালের *ভারতী বিদুষী* ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনটি পুরোপুরি যে শিশুসাহিত্য তা বলা যাবে না তবে শিশুদের জন্য একটা বিশেষ পাঠ যেতে পারে। *ভারতীয় বিদুষী* সম্বন্ধে লেখক আমাদের জানিয়েছেন। এই সংকলনের উপাদানই প্রাচীন ইতিহাস পুরান ইতিকথার বিভিন্ন বিদুষীদের নিয়ে। মণিলাল এই সংকলন সম্বন্ধে ভূমিকাতে লিখছেন—

> "...এই বিক্ষিপ্ত অপ্রচুর উপাদন হইতে আহরণ করিয়া কতিপয় ভারতীয় বিদুষীর পরিচয় একত্রে করা গেল।"[১০]

ভারতীয় বিদুষী-তে যে নারীচরিত্রের গুণগুলি রচনা করেছেন, তা দিয়ে পরবর্তীতে গল্পের চরিত্র গুলিতে সঞ্চারিত করেছেন। এখানে শুধু বিদুষীদের আগমনের উৎস ও তার চরিত্র উল্লেখ করেছেন।

মণিলাল *জলছবি* (১৯১৮) একটি জনপ্রিয় শিশুসাহিত্য। এই সংকলনটি আঠারোটি গল্প নিয়ে তৈরি। গল্পগুলির কিছু উপাদন দেশীয় আর কিছু উপাদান বিদেশী। জনপ্রিয়তার বিচারে *কায়াহীনের কাহিনি*-এর পর *জলছবি* জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ছয়টি গল্প বিদেশী গল্পের অবলম্বনে লেখা আর বারটি গল্প দেশীয় ও লোকায়ত কাহিনি নিয়ে লেখা। *মনি-প্রদীপ* গল্পটি লেখা শিশুর ছোটবেলার বিভিন্ন স্মৃতি, তারপর প্রেম, প্রেমের পরিণতি না হওয়া। তবে এই গল্পটিকে শিশুসাহিত্যের মধ্যে ফেলা যায় না। তবে এটা একটা রোম্যান্টিক প্রেম কাহিনি বলা যায়। লতা চরিত্রটি গল্পের শেষের দিকে গল্পকে অনেক ভারী ও জটিল করে তুলেছে। মণিলাল গল্পের শেষ লাইনে লিখছেন—

> "আর সেই বাসন্তীর দান? —সেই ফুলের মালা? সে তো কৌটোর ভিতর থেকে শুকিয়ে ধুলো হয়ে কবে এক বৈশাখীর ঝড়ে উড়ে গেছে, কিন্তু তার সৌরভ আজও আমার প্রানের অলিগলির মধ্যে ঘুরে-ঘুরে ফিরচে!"[১১]

অভিষেক গল্পটি *রাজকাহিনি*-এর আদলে লিখেছেন মণিলাল। অবনীন্দ্রনাথ *রাজকাহিনি*-এর যুদ্ধ বা বীরত্বের যে বর্ণনা দিয়েছেন এখানে সে বীরত্ব নেই। এখানে আছে ভালোবাসা, মানবিকতা ও সৎ চরিত্রের বর্ণনা। তবে মণিলালের বর্ণনা একটু আলাদা। মণিলাল লিখছেন—

> "রাজা এক মহা সভা আহ্বান করলেন। সে সভায় এলেন দেশের যত ধনবান, যত জ্ঞানবান, যত বুদ্ধিমান, যত পণ্ডিত, যত কবি, যত বাউল।"[১২]

লেখক এই গল্পে কবি কে বড়ো করে দেখিয়েছেন। সবাই রাজাকে অনেক ধনসম্পদ দিয়েছেন। কিন্তু কবি রাজা কে দিয়েছেন কান্নার জল। রাজা সবকিছু কে দূরে ঠেলে কবিকেই আলিঙ্গন করেছেন। কবিও আনন্দিত হয়েছে তার গানের যথার্থ মূল্য পেয়ে। গল্পটি দুঃখের হলেও একটা সরল বিবরণ আছে। প্রকৃত গুনি যে সে এমনিই কদর পান তার জন্য দাসত্ববৃত্তির প্রয়োজন হয় না সেটাই মণিলাল তুলে ধরলেন।

উপদেশের তারস গল্পটি একটা শহরের ছেলে ও ডাকাতের গল্প। এই গল্পে কোনও ডাকাত নেই, মনে মনে ডাকাতের কথা ভাবতে ভাবতে ডাকাতের ভয় পেয়েছে শহরের ছেলে। বিদেশের মাটিতে যে কারো অসহায় লাগে এই গল্পে ঠিক সেই বিষয়টিকে তুলে এনেছেন মণিলাল। *অ-বেলায়* গল্পটি একটি ভুটিয়া বস্তীর শিশু ও পাদ্রীকে নিয়ে লেখা। পাদ্রী ভুটিয়া বস্তীর শিশুদের নিয়ে স্বপ্ন দেখে। তাদের শিক্ষিত করে তুলবে এটাই তার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু একদিন তিনি রেগে শিশুদের ধমক দেওয়াতে তারা আর পাদ্রীর কাছে আসেনি। বহু চেষ্টা করলে ও তারা আর ফেরেনি। *পাখী* একটি কল্পনার ভাবনায় রঙ মেশানো গল্প। একটি পাখি ও একটি শিশু গল্প। শিশুটি পাখি কথা শোনে সেও পাখির দেশে যেতে চাই মেঘের আকাশে উড়তে চাই। কিন্তু তার মা বাবা বা খাতাঞ্চির তার এই পাখির সাথে কথা বলা পছন্দ করে না। তাই যখন তারা শোনে পাখির গল্প তখনই তারা বই পড়তে দেয়। এই গল্পটির লেখা অনেকটা নাট্যধর্মী। তাদের কথোপকথন এতটাই সজীব মাঝে মাঝে গল্প নয় নাটক মনে হয়। গল্পের বর্ণনা এবং উপস্থাপনের ভঙ্গী বেশ চমৎকার। অবনীন্দ্রনাথের শকুন্তলা বর্ণনা যেমন এই গল্পের বর্ণনা ঠিক অনেকটাই সেইরকম। অবনীন্দ্রনাথ শকুন্তলাতে লিখছেন—

> "গাছে গাছে কত পাখি, কত পাখির ছানা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কচি পাতার মতো ডালে দুলছিল, আকাশে উড়ে যাচ্ছিল, কোঠরে ফিরে আসছিল, কিচমিচ করছিল।"[১৩]

মণিলাল লিখছেন—

> "সবুজ মাঠের উপর দিয়ে, নীল আকাশের ভিতর দিয়ে, রাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, উড়ে উড়ে বেড়াবো—সে কত মজা!"[১৪]

তবে মণিলালের রোম্যান্টিক কল্পনার রঙ একটু বেশি। সে কারনেই যে কোনও বর্ণনা একটু বেশি রঙ মেশানো থাকে।

ভূতগত ব্যাপার গল্পটি মূলত ভূতের জগতের নিয়মকাহিনি নিয়ে লেখা। গল্পে লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন ভূতের ভয় সবাই পায়। কেউ হয়তো কখনো ভূত দেখেনি, সেও ভূতের ভয় পায়। আমরা যারা শিক্ষিত যারা ভূত বিশ্বাস করি না তারও মনে মনে ভয় পায়। গল্পটি একেবারেই শিশুদের মজা দেওয়ার মতো গল্প। এই গল্পে ভৌতিক কাণ্ড-কারাখানা তা *হানাবাড়ির কারখানা* গল্পের মতো। এই গল্পে *হানাবাড়ির কারখানা*-এর প্রভাব আছে। অবনীন্দ্রনাথ হানাবাড়ির কারখানায় লিখছেন—

> "ভূতের তাড়ায় বহুদূর ছুটে জেরবার, চকিতে ফিরে দেখল একবার! পা চলল না আর— ঘোষের পো দাঁড়িয়ে গেল থ। মুখে নেই রা— এ যে পা পেয়ে...।"[১৫]

মণিলাল *ভূতগত ব্যাপার*-এ লিখছেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 607 - 618
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "...আমি প্রাণপণ শক্তিতে দৌড় দিলাম। দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ দেখি, একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। চারিদিক অন্ধকার। সামনে দিকে চলিলে পথ পাই, কিন্তু ফিরিতে গেলেই দেখি, পিছনের পথ কালো পাথরের দেয়ালে বন্ধ।"[১৬]

ঋণশোধ, জবাব, উড়ো চিঠি এই তিনটি গল্প জাপানি গল্প থেকে উপদান সংগ্রহ করে নতুন করে লিখেছেন। *ঋণশোধ* গল্পটিতে কিউসুকির অতিকষ্টে জমানো টাকা ডাকাতি হওয়ার গল্প। কিউসুকির মনিব বার বার বারণ করলেও সে তার সব ঋণশোধ করার জন্য একসঙ্গে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল। ডাকাতি তাকে পথ ভুল দেখায় এবং যেখানে সে আশ্রয় নেয় সেখানেই সে সর্বশান্ত হয়ে যায়। পরে অবশ্য সে ফিরে পায়।

জবাব গল্পটি বাবার উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার গল্প। জাপানি গল্প অবলম্বনে লেখা হলেও গল্পে পুরানের কথা উল্লেখ আছে। লেখক জানাচ্ছেন—

> "পুরানের গল্প নিয়ে সে তার নৃত্য রচনা করত। সেই জন্য দেবদেবীর মতো তাকে সেই জন্য তাকে সাজসজ্জা করতে হত— তাঁদের মুখের মতো মুখস পরতে হত।"[১৭]

একজন নট নৃত্য করা তার ব্যবসা। সে মুখোশ পরে নাচ করত। জেঙ্গোরা তার মুখোশ করতেন। কিন্তু একদিন তার মুখোশ তা মুখে ঠিকঠাক না হওয়ায় তাকে লাথি মারে। কয়েকদিন পরে তার মৃত্যু হয়। তারপর তার ছেলে মুখোশ তৈরি করে তাকে দিয়েছিল। কিন্তু এমন মুখোশ তৈরি করেছিল সে আর খুলতে পারেনি। এভাবেই সে প্রতিশোধ নিয়েছিল।

উড়োচিঠি গল্পটি প্রেমের কাহিনি। এই গল্পটিকে শিশুসাহিত্য বলা যায়না। ফলে গল্পটি নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না।*তালপাতার সেপাই* ফরাসি গল্প অবলম্বনে লেখা। এই গল্পটি মূলত একটা যোদ্ধার কথা। ফ্রাঙ্কো-প্রসিয়ান যুদ্ধে সে গোলন্দাজ ছিলেন। সেই যুদ্ধে তার দুই হাত উড়ে যাই। বর্তমানে চোখের সামনে অনেক কিছু দেখেও কিছু করতে পারে না। আর সে কারণেই বিভিন্ন জন তাকে কাপুরুষ বলে। কিন্তু মূল ঘটনাটি জানার পরে সবাই অনুশোচনা করছিলেন। তবে গল্পটি ফরাসি গল্প অবলম্বনে লেখা হলেও ঘটনাগুলি দেশীয় বিভিন্ন সাথে উপস্থাপন করায় গল্পটি বেশ আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় হয়েছে।

ভাল্লুক গল্পটি মণিলাল রুশ গল্প অবলম্বনে লিখেছেন। গল্পটিতে একটি বেদনা দায়ক ছবি ফুটে উঠেছে। রাজ সরকার তার রাজ্যে যত ভাল্লুক আছে তাঁদের নিধান করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই ভাল্লুকদের মৃত্যু দেখার জন্য জনতা উত্তজনায় ফেটে পড়ছে। যার ভাল্লুক তাকেই মারতে হবে এই নির্দেশ দিয়েছেন রাজ সরকার। সমস্ত প্রস্তুতি যখন শেষ, সবাই প্রস্তুত হচ্ছে ভাল্লুক নিধনে, ঠিক সেই সময় একজন প্রতিবাদ করলেন। বললেন যে ভাল্লুক তাকে খেতে দিয়েছে, সবসময় কাছে থেকেছে বিপদে তাকে পাশে পেয়েছে তাকে নিজে হাতে বাঁধা অবস্থায় মারতে পারবে না। তার বাধন খুলে দিলেন, চোখের সামনে তার করুণ মুখ ফুটে উঠছে তাকে মারবে কি করে? কিন্তু রাজ সরকারের নির্দেশ অমান্য করা যাবে না তাই বাধন খুলে বুকে পাথর রেখে গুলি করে তাকে মারতে হয়েছে। এই গল্পটি জলছবির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গল্প। শিশুদের গল্প হলেও মণিলাল মানুষের মানবিক দিকে তুলে ধরেছেন। রাজ সরকার যে কি ভাবে জনতাকে কিভাবে নিষ্ঠুর করে দেয় তার বর্ণনা এই গল্প।

জলছবি গল্পটি টুর্গেনিভ গল্প অবলম্বনে লেখা। এটি একটি সংক্ষিপ্ত গল্প। রাস্তার এক ভিখারিনি বৃদ্ধাকে ভিক্ষা দেওয়ার মতো কিছু ছিলনা। শুধু কথক 'মা' কথাটি বলেছেন। ওই বৃদ্ধা পরম স্নেহে তাকে স্পর্শ করলেন এবং মঙ্গলকামনা করলেন। কথক চোখে যেন জল ছবি দেখতে পেলেন বৃদ্ধার মধ্যে মায়ের রূপ। সে তাকে কিছু না দিতে পারলেও বৃদ্ধা তাকে অনেক কিছু দিলেন। এই সংকলনের শেষের দিকে গল্প গুলি একেবারেই ছোটো ছোটো। গল্পগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য থেকে লেখা তা স্পষ্ট। এগুলিকে ঠিক গল্প বলা যায় না এক একটা ঘটনা বলা যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 607 - 618
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্নেহের জয় শিরোনামের ঘটনা এক মা চড়ুই পাখি তার বাচ্ছাকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে কুকুরের মুখ থেকে বাছিয়ে নিয়ে আনে। মায়ের স্নেহ যে কতটা গভীরে থাকে তা এই ঘটনাটিতে দেখালেন। *দানের তুলনা* শিরোনামের ঘটনাতে কৃষক পরিবারের পিতৃ-মাতৃহীন এক অনাথ বালিকাকে গৃহিণী কাছে ডেকে স্নেহ করার ঘটনা। *প্রকৃতির মন্দির* শিরোনামের ঘটনাতে স্বপ্নে দেখা এক মন্দিরের ঘটনা। যে মন্দির পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ দান করেন। *বাজপাখি* শিরোনামে ঘটনাতে বাজপাখির আকাশে উড়ে বেড়ানো এবং তাকে নিয়ে লেখকের ভাবনা প্রকাশ করেছেন। *ক্রাইস্ট* এই সংকলনের শেষ গল্প। কথকের মনে হত ক্রাইস্ট অনেক বড়ো মানুষ কিন্তু যখন চোখের সামনে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারেনি।

জলছবি গল্প সংকলনটি মণিলালের গল্পগুলি ঘটনা ও বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে কিছু বিষয় স্পষ্টত ভাগ করা যায়।
১) কিছু গল্পের বর্ণনার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের লেখার ধরণ বজায় রেখেছেন। তবে সেখানে মনিলালের সতন্ত্রতা আছে।
২) *জলছবি* গল্প সংকলনটির শেষ গল্পগুলি লেখা প্রথম দিকের লেখার থেকে আরও গভীর ও জটিল ভাবনা কে গল্পে স্থান দিয়েছেন। তার ফলে কিছু গল্পকে শিশুসাহিত্যের ধারায় সম্পূর্ণ ভাবে ফেলা যায় না।
৩) বিদেশী গল্পগুলির অবলম্বনে লেখাগুলি অনেক কাহিনিকে বাংলা সাহিত্যের শিশুপাঠকের মতো করে লিখেছেন। সেক্ষেত্রে মণিলাল বর্ণনার ধরন পরিবর্তন করে বাংলার প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন।
৪) এই সংকলনের গল্পগুলি নীতিশিক্ষা দেওয়ার ভাবনা থেকে মণিলাল লিখেছেন। কিছু ঘটনা লিখেছেন মানুষের বিশেষ বিশেষ দিকগুলিকে দেখানোর জন্য।

কায়াহীনের কাহিনি মণিলালের একটি ভৌতিক গল্পের সংকলন। এই গ্রন্থের *হরতনের গোলাম* থেকে শুরু করে *অতিথি আবদার* প্রতিটি গল্পই অলীক কল্পনার মোহজাল বিস্তার করে আছে। পাঠক হৃদয় বিশেষত শিশুকিশোরদের কল্পনাপ্রবণ মন সেই মায়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে। মনিলালের এই সংকলনের গল্পগুলি এত বেশি প্রাণবন্ত, প্রতিটি ঘটনা যেন সজীব বলে মনে হয়। মণিলাল লিখছেন—

> "প্রত্যহ ইস্কুল যাবার সময় এই চৌতালা বাড়ির সামনে দিয়ে আমি যেতাম। মনে হত এ যেন কোণও গল্পে শোনা স্বপ্নে দেখা কাদের ইন্দ্রপুরী! প্রকাণ্ড লোহার ফটক—তার সামনে মস্ত পাগড়ি মাথায় এক লম্বা সেপাই। অনবরত এধার থেকে ওধার পায়চারি করছে— বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই। তার হাতের চকচকে ধারালো সঙিনটা রৌদ্রের আলোয় থেকে থেকে ঝকঝক করে উঠত।"[১৮]

কায়াহীনের কাহিনি-তে ছয়টি গল্প আছে। সবকটি ভূতের গল্প। এই সংকলনের গল্পগুলি মণিলালের সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে। মণিলাল বার বার গল্পগুলির শুরুতেই উল্লেখ করে দিয়েছেন গল্পগুলি তাঁর ছেলেবেলার ঘটনা। *কঙ্কালের টঙ্কার* সহ সব গল্পগুলির বর্ণনা খুব ভয়ঙ্কর। ভূতের বিবরণেই শিশু পাঠক খুব সহজেই আকর্ষিত হয়ে যায়। মণিলালের গল্পগুলি অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও তাঁর নিজস্ব শৌখিণ ও সহজ সরল ভাষার জন্য জনপ্রিয় হয়েছে।
হরতনের গোলাম গল্পটি *কায়াহীনের কাহিনি* গল্প সংকলনের প্রথম গল্প। তাসখেলাকে কেন্দ্র করে গল্পটি তৈরি হয়েছে। হরতনের গোলাম নিয়ে যত ঝামেলা। তাস ফেলার পরেও পরিবর্তন হয়ে যায়। কথকের বন্ধু বৃন্দাবন, ওরফে বেনু। কথক তাকে খুব ভালোবাসে, সে সমস্ত কিছু তে জিতে যায়। কিন্তু একদিন তাস খেলায় বারাবার হারতে থাকে এবং চোখের পলকের মধ্যে হারিয়ে যায়। ঘরের মধ্যে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় বিভিন্ন জিনিস। ভূতের কথাবার্তা এবং বাড়ির ভৌতিক পরিবেশ গল্পটি অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। গল্পটি বর্ণনা মণিলাল লিখছেন—

> "ও কী? ও কীসের শব্দ? কড়িকাঠের কাছে ওই কোণের গর্ত থেকে কে এমন বিশ্রী সুরে নিশ্বাস টানছে হূউউউসসস! —হূউউসস! আমি চমকে উঠে বেনুকে জিজ্ঞাসা করলাম— "ও কিসের শব্দ ভাই?"[১৯]

গল্পে ঘরের বর্ণনা থেকে বিভিন্ন পাখির আওয়াজ সবটাই এমন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পাঠকের মনে ভয়ের সঞ্চার করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনা গুলিতে কোনও নিষ্ঠুরতা বা খুনের ঘটনা নেই। কারণ তার পাঠক শিশু।

বাঁশির ডাক গল্পটি *কায়াহীনের কাহিনী*-এর দ্বিতীয় গল্প। গল্পের কথক নিপুর রাজার ছেলের সাথে বন্ধুত্ব হয়। রাজার ছেলে ভালো বাঁশি বাজাতে পারে বলে তার নামে রাখা হয়েছে সুরো। তার বাঁশিতে মোহিত হয়ে নিপু তার বন্ধু হয়ে যায়। সুরো অসুস্থ হতে সবাই চিন্তায় পড়ে যায়। তারপর শুরু হয় বুড়ির কাল্পনিক গল্প। সুরোকে বাঁচানোর পথ বলতে গিয়ে এক কাল্পনিক ভৌতিক কাহিনী উপস্থাপন করে। তার ফলে নটু ও নিপু দুজনেই 'নিশীথ ডাকের' ভয় পায়। মণিলাল লিখছেন—

> "নিশির ডাক? সে ভাই বড় সর্বনেশে কাণ্ড। তার কথা ভাবতেও বুকে কান্তা দিয়ে ওঠে... জ্যান্ত মানুষের প্রাণপুরুষ মরা মানুষের দেহে ছলেয়া যায়। অমনি দেখতে দেখতে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে, আর জ্যান্ত মানুষ ধরফড়িয়ে মারা যায়।"[১৯]

নিপু ঘুমের ঘরে নিশীথের ডাকে সাড়া দিয়ে সুরোর কাছে যায়। তারপর সে শোনে সুরো কোনও রাজকুমারীর বাঁশির ডাক শুনেছিল। এখন সে বাঁশির ডাকে সাড়া দিয়ে সুরো তার কাছে চলে যাবে। তার প্রবল দুঃখ কষ্ট এবং পরিবারের প্রতি টান থাকলে ও সে বাধা অতিক্রম করে রাজ কুমারীর টানে চলে গিয়েছে আর সে ফিরে আসেনি। গল্পে ভূতের প্রসঙ্গ কম। বুড়িমার গল্পের চরিত্রকে ছেলেরা এতটায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল যে নিজেই সেই বিপদে পড়ে আছে বলে মনে করেছে। কথক নিপুনের কথায়—

> "আমার যেন হঠাৎ টনক নড়ল—তাইতো এ কী করছি! ঘুমের ঘোরে নিশির ডাকে সাড়া দিয়ে দিয়েছি। সর্বনাশ! আমি থর থর করে কাপ্তে লাগলাম। কে এসে আমার হাত ধরল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম— 'না গো না, আমি এখানে থাকব না, কিছুতেই থাকব না। আমায় বাড়ি রেখো এসো!' কিন্তু সে আমার কথা কানে তুলল না। আমি আরও কাঁদতে লাগলাম।"[২০]

লাট্টুর ঘূর্ণি গল্পটি *কায়াহীনের কাহিনী* গল্প সংকলনের তৃতীয় গল্প। এই গল্পটির শুরুতেই মণিলাল বলেছেন—

> "এ আমার আরও ছেলেবেলাকার গল্প।"[২১]

এই গল্পটি একেবারেই শৈশবের গল্প। কথকের দাদার লাট্টু খেলার শখ। কথক চেষ্টা করলেও তার দাদার লাট্টুতে হাত দিতে পারে না। কিন্তু একদিন তার দাদা বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর যেদিন সে দিন লাট্টু পেয়েছে সেদিন তার আনন্দের সীমা নেই। গল্পটির গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কথকের ভাই তার কাছে লাট্টু চাইল। সে দাদার মতো করল না। সে আনন্দের সাথে ভাইকে লাট্টু দিয়েছে। তার জন্য নিজের আনন্দেরও সীমা নেই। কিন্তু দাদা যখন এসে একটা লাট্টু খুঁজে পাইনি। তখন কথককে মারে এবং তার ফলে আসুস্থ হয়ে যায়। সেই দেখে তার ভাই লাট্টু ফিরিয়ে দেয়। পরবর্তীতে অনেক লাট্টু আসলেও তার ভাই আর আসেনি। গল্পটি একেবারেই মৌলিক গল্প। শিশুদের ছোটবেলার স্মৃতিকথা বলা যেতে পারে।

কঙ্কালের টঙ্কার গল্পটি তিনটি কঙ্কাল ভূতের গল্প। ভূতের বিয়ে নিয়ে গল্পটি। কথক মাধব চক্রবর্তী জয়পুর থেকে দিল্লি যাওয়ার জন্য ট্রেনের অপেক্ষায় করতে করতে ভূতের কবলে পড়েছেন। অন্ধকার দূর করার জন্য ষ্টেশন মাস্টারের কাছে আলো আনতে গিয়ে মহাবিপদে পড়ে। হটাৎ করে দেখে ষ্টেশন নেই, তার গাড়ি নেই। সেই সময় হাজির তিনটি কঙ্কাল। কাঙ্গালিচরণ ভেবে তাকে নিয়ে রাগেশ্বরীর সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে যায়। মাধব চক্রবর্তী হাজার অনুরোধের পরে তাকে ছেড়ে দেয়নি। সে যে মাধব চক্রবর্তী তার প্রমাণ দেওয়ার জন্য তার বিশেষ গুণ ছিল সেটিকে দেখাতে হয়েছে। তার বিশেষ গুণ হল কবিতা লেখা। গল্পের শেষাংশে কবিতা লিখে প্রমান দিয়ে তাকে ছাড়া পেতে হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে ভূতের গল্প আছে। কিন্তু ভূতের কাছে কবিতা লিখে ছাড়া পেতে হয়েছে এ ঘটনা কোথাও নেই। কথক মাধব চক্রবর্তী মুহূর্তের মধ্যে কবিতা লিখতে পারে। জাঁতরেল ভূতের অনুরোধে কবিতটি ঠিক এইরকম—

> "রেল আছে, জেল আছে,
> আর আছে কদবেল;
> আর আছে শূল শেল;
> ঢোল আছে চোল আছে,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 607 - 618
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আর আছে সারখেল
সব সে বড়া হ্যায়
জাঁদরেল জাঁদরেল!"[২২]

অতিথির আবদার আরও এক ভূতের গল্প। এক সাংবাদিক একটি খুনের বিবরণ লিখতে বসে মুণ্ডু নিয়ে ভারী বিপদে পড়েছে। ঘরের কোনও কিছু চুরি হইনি কিন্তু খুনির মাথাটি পাওয়া যায়নি। কাটামুণ্ডু নিজে তার কাছে হাজির হয়েছে। খবরের কাগজে লেখার জন্য সেই মুন্ডু নিজে তার ইতিহাস বলল। কিন্তু অবাস্তব গল্প বললে সম্পাদক সে গল্প ছাপাবে না। তবুও তাকে প্রাণের ভয়ে লিখতে হয়েছে। সে মুণ্ডু অতিথি তার কাছে আবদার করেছে। তার একটা দেহ খুঁজে দিতে হবে। বলা বাহুল্য এই ধরনের অদ্ভুত গল্প বাংলা সাহিত্যে নেই। অবশ্য এ গল্প খবরের কাগজের সম্পাদক ছাপায়নি। তাই মণিলাল গল্পের শেষে নিজেই উল্লেখ করেছেন—

> "সকাল বেলা খুনের খবরটা বেশ বাগিয়ে গুছিয়ে লিখে খবরের কাগজে পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু সম্পাদক ছাপালেন না। বললেন, অচল। সেই জন্য রাগ করে সেটাতে আরও খানিকটা রসান দিয়ে 'কায়াহীনের কাহিনী'র পাঠক পাঠিকাদের কাছে এই পাঠিয়ে দিচ্ছি, জানি সেখানে অচল হবে না।"[২৩]

কায়াহীনের কাহিনী-এর শেষ গল্প খোট্টাই শরবত। এই গল্পটি বন্ধুর বাড়ির শরবত খাওয়ার গল্প। অবশ্য এই শরবতের অন্য শরবতের থেকে আলাদা। বন্ধুর বাড়িতে থেকে ভূতের পাওয়ার গল্প। আর গল্পে টাইপরাইটার গল্পে অন্য মাত্রা দিয়েছে। মণিলালের *কায়াহীনের কাহিনী* তার সবথেকে জনপ্রিয় গল্প সংকলন। এই সংকলনটির সব কটি গল্প তার নিজের সৃষ্টি। এই সংকলনটির ক্ষেত্রে কিছু বিষয় কে চিহ্নিত করতে পারি—

১) কাহিনির বর্ণনা কখনও মধুর কখনও ভয়ের। যে যে অংশে ভয়ের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে সেই অংশে ভৌতিক বর্ণনা প্রকৃতিকে আশ্রয় করা হয়েছে।

২) মণিলালের প্রথম দিকের লেখাতে লেখার ধরনে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ করে ছিলাম। এই সংকলনটিতে সে প্রভাব নেই বলেই চলে। নিজের মতো করে লিখছেন মণিলাল।

৩) ভূতের গল্প হলেও তাতে ছোটোবেলার একধরনের স্মৃতি মিশে আছে কাহিনিগুলিতে। সে কারণে গল্প উপস্থাপনের কৌশলের পরিবর্তন হয়েছে।

৪) সহজ সরল ভাষা ব্যাবহৃত হলেও সরল বাক্য কম ব্যবহার হয়েছে। জটিল ও যৌগিক বাক্য ব্যবহার হয়েছে। বর্ণনার ধরন পরিবর্তন করেছেন মণিলাল। তবে দীর্ঘ বাক্য হলেও ঘটনার প্রকাশ স্বাভাবিক আছে।

ভারতী পত্রিকায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ৪০ বর্ষে তিনটি গল্প (*দুই সন্ধ্যা, কালো ছায়া, দিদিমার শক্তি*), একটি অনুবাদ কাহিনি (*ছন্নছাড়া কাহিনি*), তিনটি প্রবন্ধ (*চলতি ভাষা, মোদ্দাকথা, ভালো মন্দ*), আর একটি প্রলাপ চিত্র প্রকাশিত হয়। *কালো ছায়া* গল্পটি ছাড়া আর কোনটিকেই শিশু সাহিত্যের গল্প বলা যায় না। *কালো ছায়া* গল্পটি একটি মেসের গল্প। সুকুমারের শারিরিক সমস্ত অঙ্গ থাকার সত্ত্বেও তাকে দেখতে দানবের মতো। তাকে নিয়ে সবাই হাসি বা ঠাট্টা করে। তবে তার দেখে কথকের মায়া হত। তবে ভয়ও পেত কথক। একদিন রাতের সুকুমার কে দেখে সে ভয় পায়। সেটি গল্পের মূল বিষয়। তবে এই বর্ষের লেখাগুলি শিশুসাহিত্যের জন্য লেখা নয়। অতএব এখানে সেগুলির আলোচনা করলাম না।

ভারতী পত্রিকা-য় ১৩২৫ বঙ্গাব্দে, ৪২ বর্ষে প্রকাশিত হয় মণিলালের গল্প *মনে মনে* এবং *খেয়ালের খেসারৎ*। *মনে মনে* গল্পে সতীশ, নবীন, লক্ষ্মীকান্ত এই চরিত্রগুলি মধ্যে একটা আড্ডার পরিসরে গল্পটি এঁকেছেন। তবে এই গল্পটি পুরোপুরি শিশুসাহিত্যের গল্প বলা যায় না। একটা বাস্তব কাহিনিকে রোম্যান্টিক প্রেমের রঙ মিশিয়ে গল্পের রূপ দিয়েছেন। গল্পে কিছুকিছু অংশে ছোটবেলার স্মৃতিকে তুলেছেন তবে তা নগন্য।

খেয়ালের খেসারৎ গল্পটিতে তাঁর রোম্যান্টিক কল্পনার বাইরে গিয়ে একটি নতুন ধরনের গল্প লিখলেন। গল্পের বিষয়টি গুরু-গম্ভীর হলেও তিনি সহজ করে লিখেছেন শিশু পাঠকের জন্য। কাহিনিতে নবীনের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ঘটনাকে সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন।

গল্পের কাহিনি মধ্যে মণিলাল পাঠকের মনে হাসির সাথে হৃদয়বৃত্তির কথাকে প্রকাশ করেছেন। গল্পের শুরুতেই টিকি রাখাকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে দন্দ্ব হয়। দাদার মতে বংশের পূর্বপুরুষ কথা স্মরণ করার জন্য টিকি নিতে হবে। এগুলি নিয়ে নবীন ঠিক তার বিপরীত অবস্থান নিয়ে হাসা-হাসি করে। নবীন আর তার দাদার রোজ দ্বন্দ্ব নিয়ে গল্পের কাহিনি এগিয়েছে। গল্পে পিসিমনির অবস্থান সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, তার হৃদয়বৃত্তির দিকটি এখানে লেখক দেখিয়েছেন খুব সুন্দরভাবে। দাদা হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য প্রবল চেষ্টা করছেন। আর সে কারনেই শাস্ত্রমতে চলতে চলতে পিসিমা, যতীশ, সতীশ তার থেকে দূরে সরে চলে যায়। পরে অবশ্য তার ভুল ভাঙ্গতে পিসিমার কাছে ফিরে যায়। মণিলালের গল্পের রস যতটা বাস্তব তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি রোমান্টিক। সেই কারণে গল্পগুলিতে কাব্যধর্ম বেশি মাত্রায় প্রকট। *তুরুপ, টাকার থলি, বিষ্ণু, দুই সন্ধ্যা* ইত্যাদি গল্পে মণিলালের দক্ষতার প্রকাশ। *মুক্তি* সর্বাপেক্ষা বাস্তব গল্প।

মণিলাল সমস্ত লেখাগুলির মধ্যে মূলত একটা নীতিশিক্ষার পাঠ দিয়েছেন। একথা অবশ্য উল্লেখ করা উচিত অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য শিশুদের জন্য যতটা সুচিন্তা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভিত্তিতে রচনা করেছেন মণিলাল তা করেনি। মণিলাল শিশুর মনের গল্প লিখলেও ভূত বা অলৌকিক ঘটনার বিবরণ এতটাই বেশি যে শিশুর মনের উপর মানসিক প্রভাব পড়ার সম্ভবনা থেকে যায়। মণিলালের শিশুসাহিত্যকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

১) প্রথমটি হল প্রথম দিকের শিশুসাহিত্য গুলি রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথ এবং সমসাময়িক লেখকদের প্রভাব আছে। অবনীন্দ্রনাথের ছবি ও তাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর কিছু গল্পে নিজে হাতে আঁকা ছবিও আছে।

২) দ্বিতীয় ভাগটি হল অবনীন্দ্রনাথ লেখা থেকে বের হয়ে গল্পে রোম্যান্টিক কল্পনার রঙ মিশিয়ে ভূতের গল্প বা অলৌকিক গল্প লিখেছেন। এই অংশের লেখাগুলি মৌলিক চিন্তাপ্রসূত শুধু নয়, গল্প লেখার ধরনও মণিলাল পরিবর্তন করছেন।

৩) তৃতীয় ভাগ হল মণিলাল তাঁর শেষের দিকে লেখা গুলি। যে গুলিতে ভূতে-প্রেত আর নেই। সামাজিক সমস্যা, ধর্মীয় আচার-আচরনের মতো গুরু গম্ভীর বিষয়কে খুব সহজেই লিখেছেন তিনি। মন জগতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে শিশুপাঠকের মনে সামাজিক মনন তৈরি করার চেষ্টা করছেন।

আসলে মণিলালের শিশুসাহিত্যের লেখার ভঙ্গী ও প্রকাশ এতটা সহজ-সরল ও বৈচিত্রপূর্ণ সহজেই শিশুপাঠক আকর্ষিত হয়ে যায়। পত্র-পত্রিকার কাজ নিজের হাতে সামলেছেন আর সেজন্য তাঁর লেখা আরও শৌখিন হয়েছে। মণিলালের সমসাময়িক *ভারতী* পত্রিকায় একদল তরুণ লেখক দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বাগচী, অসিতকুমার হালদার, চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার নিয়মিত লিখতেন। মনিলাল পত্রিকার প্রধান সম্পাদক দায়িত্ব পালন করেছেন। সে সময়ে লেখাগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর লেখাগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়ায় বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মণিলালের লেখা বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্য চর্চায় অমূল্য সম্পদ। লেখাগুলিকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন আছে।

Reference:

১. সেন, সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ, কলকাতা: বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯২৪, পৃ. ১৭৬

২. তদেব, পৃ. ১৭৭

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, মনিলাল, জাপানি ফানুস, ১ম সংস্করণ, কলকাতা: শিশুসাহিত্য সংসদ, ১৯৯৬, পৃ. ৭

৪. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (২য় খণ্ড), ৩য় প্রকাশ, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৯৯, পৃ. ৬

৫. গঙ্গোপাধ্যায়, মনিলাল, জাপানি ফানুস, ১ম সংস্করণ, কলকাতা: শিশুসাহিত্য সংসদ, ১৯৯৬, পৃ. ১৩

৬. তদেব পৃ. ২৮

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 607 - 618
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৭. তদেব পৃ. ৪০

৮. তদেব পৃ. ৪৮

৯. তদেব পৃ. ৫৮

১০. গঙ্গোপাধ্যায়, মনিলাল, ভারতীয় বিদুষী, ভূমিকা, কলকাতা: ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১০, পৃ. ৫

১১. গঙ্গোপাধ্যায়, মনিলাল, জলছবি, কলকাতা: শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯১৮, পৃ. ২৬

১২. তদেব, পৃ. ২৮

১৩. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, শকুন্তলা, কলকাতা: সিগনেট প্রেস, দ্বিতীয় সংস্করন, আষাঢ় ১৩৬০ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৬

১৪. গঙ্গোপাধ্যায়, মনিলাল, জলছবি, কলকাতা: শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯১৮, পৃ. ৭৮

১৫. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ রচনাবলী (৩য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬, পৃ. ৩৭০

১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, মনিলাল, জলছবি, কলকাতা: শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯১৮, পৃ. ১১৬

১৭. তদেব, পৃ: ১৬৩

১৮. গঙ্গোপাধ্যায়, মনিলাল, কায়াহীনের কাহিনী, ১ম সংস্করণ, কলকাতা: শিশুসাহিত্য সংসদ, ১৯৯৪, পৃ. ২৫

১৯. তদেব, পৃ. ৩৫

২০. তদেব, পৃ. ৪৩-৪৪

২১. তদেব, পৃ. ৪৯

২২. তদেব, পৃ. ৭৫-৭৬

২৩. তদেব, পৃ. ৯২-৯৩